শ্রীগুরুচরণে

জে, কৃষ্ণমূর্ত্তি (Alcyone)প্রণীত।

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ,

কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় বিবৃত।

নূতন সংস্করণ।

মূল্য। চারি আনা মাত্র।

প্রকাশক

[illegible]রনাথ দত্ত।

৫০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, লোটাস লাইব্রেরী

কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস

২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,—কলিকাতা,

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

মুখবন্ধ।

(শ্রীমতী অ্যানি বেস্যাণ্ট লিখিত)

এই ক্ষুদ্র পুস্তকের যিনি লেখক, তিনি আমাদের একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অবশ্য দেহের হিসাবে তিনি কনিষ্ঠ, আত্মার হিসাবে নহেন। এই তাঁহার প্রথম গ্রন্থ। আমি বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া এই গ্রন্থের মুখবন্ধস্বরূপে দুএকটি কথা লিখিবার অধিকার পাইয়াছি। গ্রন্থকারের গুরুদেব তাঁহাকে দীক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত করিবার জন্য যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এই পুস্তকের মধ্যে সেই সমস্ত উপদেশ নিবদ্ধ আছে। লেখক অল্পে অল্পে স্মরণ করিয়া কষ্টে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন— কারণ গত বৎসর, যখন তিনি এই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন সে সময় ইংরাজী ভাষায় তাঁহার তেমন অধিকার ছিল না, এখন যতটা অধিকার জন্মিয়াছে, তখন তাহা ছিল না। গুরুদেবের নিজের ভাষাই অধিকাংশস্থলে অবিকল লিখিত হইয়াছে—যে অংশ এপ্রকার গুরুদেবের নিজের ভাষা নহে, সে অংশের

ভাব গুরুদেবের, ভাষা মাত্র তাঁহার শিষ্যের। দুইটি বাক্য বাদ পড়িয়াছিল, গুরুদেব তাহা নিজে বসাইয়া দিয়াছেন। আর দুইস্থলে দুইটি শব্দ বাদ পড়িয়াছিল তাহা যোগ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া সমস্তই এল্‌সিয়নের। মানবজগৎকে এই তাঁহার প্রথম উপহার।

বাচনিক উপদেশ দ্বারা তিনি স্বয়ং যেরূপ উপকৃত হইয়াছেন, অপর সকলেও সেইরূপ উপকৃত হন—এই আশায় লেখক এই গ্রন্থখানি প্রচার করিলেন। কিন্তু এই সমস্ত শিক্ষা বাস্তব জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে—ইহাই উপদেশগুলির একমাত্র সফলতা। এই সমস্ত উপদেশ তাঁহার গুরুদেবের বদন হইতে নিঃসৃত হইবার পর হইতে লেখক এই সমস্ত শিক্ষা নিজের জীবনে সফল করিয়াছেন। পাঠক যদি তাঁহার উপদেশ ও উদাহরণ উভয়েরই অনুসরণ করেন, তবেই তাঁহার জন্য সাধন মন্দিরের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে ও তাঁহার চরণ সাধনপথে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মোক্ষকামীর জন্য

পূর্ব্বাভাষ।

এই গ্রন্থের কথাগুলি আমার নিজের নহে—ইহা আমার উপদেষ্টা গুরুদেবের বদন-নিসৃত। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত আমি কিছুই করিতে পারিতাম না, তাঁহাব সাহায্যে আমি পথে পদার্পণ করিয়াছি। তোমরাও ঐ পথে প্রবেশ করিতে চাও, সুতরাং তিনি আমায় যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, যদি তদনুসারে কার্য্য কর তাহা হইলে তদ্দ্বারা তোমরাও সাহায্য পাইবে। এই সমস্ত উপদেশ সত্য ও সুন্দর, এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইল না। যিনি সিদ্ধিলাভ করিতে চাহেন তাঁহাকে এই সব উপদেশ যথাযথ অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। আহার্য্য দ্রব্যের প্রতি চাহিয়া তাহার প্রশংসাবাদ করিলে ক্ষুধার্ত্তের পরিতৃপ্তি হয় না। হাত বাড়াইয়া খাদ্য গ্রহণ কবিয়া আহার করিতে হয়। সুতরাং গুরুদেবের কথা শ্রবণ করাই যথেষ্ট নহে—তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা পালন করিতে হইবে তাঁহার প্রত্যেক কথায় বিশেষ মনোযোগী হইতে

হইবে—প্রত্যেক ইঙ্গিত উপলব্ধি করিতে হইবে। যদি একটি ইঙ্গিত গৃহীত না হয়, যদি একটি শব্দ শুনিবার ভুল হয়, তাহা আর পাওয়া যাইবে না। কারণ, তিনি দুইবার বলেন না।

এই পথের জন্য চারিটি সাধনের প্রয়োজন :—

বিবেক

নিস্কামতা

সদাচারণ

প্রেম

গুরুদেব এই সমস্তের প্রত্যেকটির বিষয়ে আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমি বলিতে চেষ্টা করিব।



শ্রীযুক্ত জে. কৃষ্ণমূর্ত্তি (Alcyone)

শ্রীগুরুচরণে

১

বিবেক

সাধনার পথে প্রবেশ করিতে হইলে যে চারিটি গুণের প্রয়োজন, তাহার মধ্যে প্রথমটির নাম বিবেক। মিথ্যা হইতে সত্যকে বাছিয়া লইবার যে শক্তি, সাধারণতঃ বিবেক বলিতে সেই শক্তিকেই বুঝায়। এই শক্তির সাহায্যে মানুষ সাধন পথে প্রবেশ করে। বিবেক বলিতে ঐ শক্তি ত বুঝায়ই, তাহা ছাড়া আরও অনেক জিনিষ বুঝায়। এই বিবেক যে কেবল সাধন-পথে প্রবেশের প্রথমেই

দরকার তাহা নহে; প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক কার্য্যে, সাধন পথে প্রত্যেক পদক্ষেপে ইহার সতর্ক অভ্যাস করা চাই—শেষ পর্য্যন্তই ইহার অনুষ্ঠান আবশ্যক।

মানুষ সাধনার পথ আশ্রয় করে কেন? মানুষ এক দিন বেশ বুঝিতে পারে যে এই জীবনে যাহা কিছু লাভ করিবার উপযুক্ত, তাহা কেবল এই সাধনার পথেই পাওয়া যায়, অন্য কোথায়ও পাওয়া যায় না।

এই তত্ত্ব যাহারা জানে না, তাহারা ঐশ্বর্য্যের জন্য, ক্ষমতার জন্য, পরিশ্রম করে—কিন্তু ঐ ঐশ্বর্য্য, ঐ ক্ষমতা উহা কেবল এই এক জীবনের জন্য। সে আর কয় দিন থাকিবে? সে সব ক্ষণস্থায়ী।

ঐশ্বর্য্য ক্ষমতা প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক বড় বড় জিনিস আছে; সে সমুদয় সত্য ও স্থায়ী; এই তত্ত্ব যখন মানুষ একবার বুঝিতে পারে তখন আর এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব বিষয়ের জন্য ব্যাকুল হয় না।

সমস্ত জগতে দুই রকমের লোক আছে—এক দল লোক জ্ঞানী আর এক দল লোক অজ্ঞান।

এই জ্ঞানটুকুই সার জিনিষ। মানুষ যে ধর্ম্মেরই লোক হউক, যে জাতিই হউক—এ সকল তত দরকারী নহে,—আসল কথা এই জ্ঞান—ইহাই একমাত্র দরকারী জিনিষ—এই জ্ঞান পরম জ্ঞান—মানুষের সম্বন্ধে পরমেশ্বরের অভিপ্রায় কি তাহারই জ্ঞান। কথাটা এই যে পরমেশ্বরের একটি অভিপ্রায় আছে—তাহা জীবের বিকাশ—মানুষ যদি একবার পরমেশ্বরের এই অভিপ্রায়টুকু দেখিতে পায়, সত্য সত্য যদি এই অভিপ্রায় জানিতে পারে, তাহা হইলে সে এই মহাকার্য্যের—এই বিশ্বমানবের ক্রমবিকাশের—সহায়তার জন্য কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারে না—তখন এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাহাকে তাহার জীবনের সুর মিলাইয়া ফেলিতেই হয়। কারণ এই অভিপ্রায় বড়ই গৌরবময়, বড়ই সুন্দর। এই অভিপ্রায় যিনি জানেন, যিনি যথার্থ জ্ঞানী, তিনি পরমেশ্বরের স্বগণ—বিশ্বকল্যাণের সেবার জন্য তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত; অকল্যাণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত—এই ক্রমবিকাশ যাহাতে অব্যাহত ভাবে চলে, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদা উদ্যুক্ত।—স্বার্থ বুদ্ধি তাঁহার নাই।

যিনি পরমেশ্বরের স্বগণ, তিনি বিশ্বমানবের হিতকারী জীবন্মুক্ত মহাত্মাগণের দলভুক্ত। তিনি হিন্দু নামেই পরিচিত হউন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান অথবা মুসলমান নামেই পরিচিত হউন তাহাতে কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই—তিনি ভারতের লোক হউন আর ইংলণ্ডের লোক হউন তাহাতে কিছু আসে যায় না।

যাঁহারা পরমেশ্বরের স্বগণ তাঁহারা জানেন কিজন্য মানুষ এই পৃথিবীতে আসিয়াছে, এবং মানুষের কর্ত্তব্য কি? তাঁহারা মানবজীবনের সেই কর্ত্তব্য সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

অন্যান্য লোক এখনও জানেনা জীবন ধারণ করিয়া কি করিতে হইবে—কাজেই তাহারা অন্ধ ভাবে কাজ করে—তাহারা যে সব কাজ করিলে নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ হইবে, ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই সব কাজই করে। তাহারা বুঝিতে পারে না যে, সব মানুষ, সব জগৎ এক—সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এর যাহা অভিপ্রায় কেবলমাত্র তাহাই যথার্থ সুখকর, আর কিছুই কাহারও পক্ষে যথার্থ সুখকর হইতে পারে না। এই

সমস্ত লোক, সত্যের বদলে অসত্যের অনুসরণ করিতেছে। যতক্ষণ তাহারা মিথ্যা হইতে সত্য বাছিয়া লইতে না পারে, ততক্ষণ তাহারা পরমেশ্বরের স্বগণ হইতে পারে না। কাজেই এই বিবেকই প্রথম সোপান।

এই প্রকারে মিথ্যা হইতে সত্য বাছিয়া লওয়ার সঙ্কল্প স্থির হইলেও একটি কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে—এই সত্য ও মিথ্যার আবার অনেক প্রকার ভেদ আছে। সুতরাং কোন্‌টি ন্যায় কোন্‌টি অন্যায়, কোন্‌টি দরকারী, কোন্‌টি অদরকারী, কোন্‌টি উপযোগী, কোন্‌টি অনুপযোগী, কোন্‌টি স্বার্থ-মূলক, কোন্‌টি নিস্কাম তাহার বিচার করিতে হইবে।

কোন্‌টি ন্যায় কোন্‌টি অন্যায় তাহা স্থির করা অবশ্য খুব কঠিন হইবে না; যাহারা সদ্‌গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চাহেন, তাঁহারা ত সঙ্কল্প করিয়াছেন যে যাহাই হউক না কেন, যাহা ন্যায় তাহাই করিব। কিন্তু মানুষ বলিতে তাহার শরীরকে বুঝায় না—শরীর যাহা চায় আসল মানুষের সব সময়ে তাহা বাঞ্ছা নহে। শরীর যখন কিছু চাহিবে

তখন স্থির হইয়া ভাবিতে হইবে 'আমি' কি সত্যই ইহা চাই ? আমি, চিন্ময়—ঈশ্বরের কণা—ঈশ্বরের যাহা অভিপ্রায় আমারও তাহাই অভিপ্রায়। কিন্তু যথার্থ 'আমি' কে পাইতে হইলে আমাদিগকে আমাদের নিজের মধ্যে, নিজের গভীরতার মধ্যে ডুবিয়া যাইতে হইবে; নিজের মধ্যে যে পরমেশ্বর আছেন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে —তাঁহার বাণী শুনিতে হইবে—তাঁহার বাণীই আমার বাণী।

দেহ অনেকগুলি; এই দেহগুলিকে যেন আমি বলিয়া ভুল না হয়। এই স্থূলদেহও আমি নয়, সূক্ষ্ম দেহও আমি নয়, কারণদেহও আমি নয়। কিন্তু প্রত্যেক দেহই আমিই তোমার আমি' বলিয়া আমাদের কাছে ভান করে তাহারা এই ভাবে আমাকে ভুলাইয়া আমার 'আমি' হইয়া নিজেদের অভাব পূরণ করিতে চায়। তাহাদের সকলকে জানিতে হইবে, আরও জানিতে হইবে যে 'আমি' তাহাদের প্রভু।

যখন কোন কর্ত্তব্য কার্য্য উপস্থিত তখন হয়ত —এই স্থূল শরীরটা বিশ্রাম চায়, একটু বেড়াইতে

চায়, কিছু খাইতে দাইতে চায়, যে মানুষ অজ্ঞান, সে বলে "আমিই এ সমস্ত চাই। এ সমস্ত যে শরীরের অভাব তাহা সে বোঝে না—সে শরীরকেই তাহার 'আমি' বলিয়া মনে করে। যে ব্যক্তি জ্ঞানী তিনি বলেন—"এই সমস্ত যে চাহিতেছে সে 'আমি' নয়—আচ্ছা এ এখন অপেক্ষা করুক।"

যখন কোন লোককে সাহায্য করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তখন শরীর বলে "ওঃ ইহাতে আমার অনেক পরিশ্রম হইবে; আমি আর ইহা করিতে পারি না। অন্য কেহ করুক।" জ্ঞানী ব্যক্তি তখন তাঁহার শরীরকে বলেন "আমি ইহা করিতে চাই—হে শরীর! তুমি আমার সৎকর্ম্মে বাধা দিও না।

শরীর তোমার বাহন,—তোমার ঘোড়া—তুমি ইহার সওয়ার। সুতরাং ইহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিও, ইহার বেশ যত্ন করিও। ইহাকে খুব বেশী খাটাইয়া কষ্ট দিও না—ইহাকে বেশ ভাল খাদ্য জল দিও—সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিও, দেখিও যেন ইহাতে এক চুলও ময়লা না লাগে। কারণ,

শরীর বেশ সুস্থ ও পবিত্র না হইলে তুমি সাধন পথের কঠোরতা সহ্য করিতে পারিবে না, সাধনার গুরুভার বহন করিতে পারিবে না। কিন্তু এই শরীর যেন সর্ব্বদা তোমার বশে থাকে, তুমি যেন কদাচ শরীরের অধীন হইও না।

এই গেল স্থূলদেহ—তাহার পর কামদেহ—যাহার নাম মনোময় কোষের নিম্নাংশ, তাহার হাজার হাজার কামনা আছে—সে দেহ চায় যে তুমি রাগ কর, লোককে কটু কথা বল, অন্যের হিংসা কর, লোভী হও, পরশ্রীকাতর হও এবং অবসাদে নিস্তেজ হইয়া পড়। এ শরীর এই সব আকাঙ্ক্ষার পূরণ চায়, ইহা ছাড়া তাহার আরও অনেক আকাঙ্ক্ষা আছে—এ শরীর যে তোমার ক্ষতি করিতে চায় তাহা ঠিক নহে, সে নিজের মধ্যে খুব প্রবল রকমের স্পন্দন সর্ব্বদা চায়; তাহার চেষ্টা যে তাহার মধ্যে নূতন নূতন স্পন্দনের তরঙ্গ উঠুক। কিন্তু 'তুমি' ত এ সমস্তের প্রার্থী নহ—সুতরাং তুমি তোমার নিজের অভাব আর তোমার এই কাম দেহের অভাব বেশ ধীর ভাবে বিবেক করিতে অভ্যাস করিবে।

তাহার পর তোমার মনোময় কোষের অপরার্দ্ধ।

সে কি চায়? সে অহঙ্কারী। সে চায় গর্ব্বভরে অন্য সকলের হইতে পৃথক হইয়া থাকিবে—সর্ব্বদা ভাবিবে আমি খুব বড়, আমি খুব ভাল—আর আর লোক আমার তুলনায়—কিছুই নহে। এই যে মনোময় কোষ ইহাকে তুমি সাংসারিক বিষয় হইতে সরাইয়া লইয়া গেলেও সে স্বার্থের হিসাব করিবে—তোমার ব্যক্তিগত উন্নতি কতদূর হইল, তাহাই গণনা করাইবে। সদ্‌গুরুর আদেশ, বিশ্বমানবের সেবা ইহা তোমাকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিবে। যখন তুমি ধ্যান ধারণা করিবে—তখন এই মনোময় কোষ, সে যে সমস্ত বস্তু চায়, তাহারই প্রতি তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিবে—তুমি যাহা চাও তাহা তোমাকে ভুলাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে। তুমি মন নও—মন তোমার, তুমি তোমার মনের প্রভু, সুতরাং এ জায়গাতেও ঐ বিবেকের দরকার। অতি সতর্ক হইয়া অবিশ্রাম পাহারা দিবে—নতুবা তোমার পতন হইবে।

ন্যায় আর অন্যায় একেবারে স্বতন্ত্র—এ দুয়ের মধ্যে যে কোনরূপ সন্ধি সম্ভব—অধ্যাত্মবিদ্যা তাহা স্বীকার করেন না। যাহা ন্যায় তাহা করিতেই

হইবে—তাহাতে যত ক্ষতি হয় হউক। যাহা অন্যায়, তাহা কিছুতেই করা হইবে না—তাহাতে যত ক্ষতি হয় হউক—অজ্ঞলোকে যাহাই মনে করে করুক। প্রকৃতির গুহ্য নিয়ম গুলি খুব গভীর ভাবে অধ্যয়ন করিবে। এই সব নিয়ম জানিয়া, সেই নিয়ম অনুসারে জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবে—তোমার বিচার শক্তি, তোমার সহজ জ্ঞান, এ বিষয়ে প্রয়োগ করিবে!

তাহার পর কোন্‌টি দরকারী কোন্‌টি দরকারী নয়, তাহাও বাছিয়া লইতে হইবে। যেখানে ন্যায় অন্যায় লইয়া কথা, সেখানে অচল অটল হিমাচলের মত দৃঢ় ও অবিচলিত ভাবে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াইবে—কিন্তু যে সব ব্যাপার দরকারী নয়, সে সব বিষয়ে অন্যের কথা মানিয়া লইবে। সর্ব্বদা নম্র, দয়ালু বিবেচক ও অনুবর্ত্তী হইবে—তুমি নিজে যেমন পূর্ণ স্বাধীনতা চাও, অন্যকেও অকুণ্ঠিত চিত্তে সেই পরিমাণ স্বাধীনতা দিও।

কি কার্য্য করার উপযুক্ত, তাহা বেশ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবে। সর্ব্বদা মনে রাখিও যে, কার্য্যের বাহিরের আয়তন দেখিয়াই কার্য্যটির

গুরুত্ব নিরূপণ করা যায় না। অতি ক্ষুদ্র কাজ, যাহা সাক্ষাৎ ভাবে সদগুরুর অভিপ্রায়ের অনুকূল—তাহা ক্ষুদ্র হইলেও অত্যন্ত মহৎ—জগতের লোক যাহাকে বড় বলে, এ প্রকারের খুব বৃহৎ কাজও তত মহৎ নহে।

কোন্ কাজ উপকারী, কোন্ কাজ উপকারী নয় কেবল তাহাই ঠিক করিলে হইবে না, কোন্ কাজ বেশী উপকারী, কোন্ কাজ কম উপকারী, তাহাও নিরূপণ করিতে হইবে। গরীব লোককে খাইতে দেওয়া খুব ভাল, খুব মহৎ, খুব উপকারী কাজ সন্দেহ নাই—কিন্তু যাহাতে তাহাদের আত্মার উন্নতি হয় তাহার ব্যবস্থা করা আরও ভাল, আরও মহৎ, আরও উপকারী। যে কোন ধনী লোক তাহাদের শরীরের খাদ্য দিতে পারে—কিন্তু তাহাদের আত্মার খাদ্য দান করিতে কেবলমাত্র জ্ঞানী লোকেই পারেন। যদি তোমার জ্ঞান থাকে তাহা হইলে অন্য লোকেও যাহাতে জ্ঞানধনে ধনী হইতে পারে তাহারই জন্য তোমার চেষ্টা করা উচিত।

তুমি যতই শিখিয়া থাক না কেন—সাধন পথে

তোমাকে আরও অনেক শিখিতে হইবে। এত বেশী শিখিতে হইবে যে এখানেও ঐ বিবেক শক্তির পরিচালনা দরকার। তোমাকে অতি সাবধানে, স্থির করিতে হইবে, কোন্‌গুলি শিখিবার মত জিনিস।

জ্ঞান মাত্রেই প্রয়োজনীয়—একদিন তুমি পূর্ণজ্ঞান লাভ করিবে। কিন্তু যতদিন তোমার আংশিকজ্ঞানে মাত্র অধিকার—ততদিন যে জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী কেবলমাত্র সেই জ্ঞান যত্নে আহরণ করিও। পরমেশ্বর পরিপূর্ণজ্ঞান ও পরিপূর্ণ প্রেমস্বরূপ—তুমি জ্ঞানার্জ্জনে যতই অধিক অগ্রসর হইবে, তিনি তোমার মধ্যে ততই অধিক পরিমাণে বিকশিত হইয়া উঠিবেন। অতএব বিদ্যা অর্জ্জন কর—কিন্তু যে বিদ্যা দ্বারা তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অপরের সেবা ও সাহায্য করিতে পারিবে প্রথমে সেই বিদ্যা উপার্জ্জন কর। বেশ যত্নের সহিত বিদ্যা অর্জ্জন কর—লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলিবে সে জন্য নহে, জ্ঞানী হওয়ার যে সুখ সেই সুখের জন্যও নহে—তুমি জ্ঞানলাভ করিলে, বেশ জ্ঞানের সহিত জগতের সেবা ও

সাহায্য করিতে পারিবে সেই জন্য। জগতকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা তোমার মনে যতই প্রবল হউক না কেন, তুমি যদি অজ্ঞান হও—তাহা হইলে তুমি ভাল করিতে যাইয়া হয়ত অনেক সময়েই মন্দ করিয়া ফেলিবে।

সত্য ও মিথ্যা এই দুয়ের মধ্যে সত্যকে বাছিয়া লইবে। সকল বিষয়ে, চিন্তায়, বাক্যে ও কার্য্যে সত্যের উপাসক হইবে।

প্রথমে চিন্তায় সত্য সাধনা প্রয়োজন। সে বড় সহজ কাজ নহে—জগতে অনেক অসত্য চিন্তা রহিয়াছে, অনেক ভ্রান্ত কুসংস্কার রহিয়াছে। এই সমস্তের দ্বারা যে ব্যক্তি বদ্ধ, সে উন্নতি করিতে পারে না। অতএব বহুতর লোকে এইরূপ মনে করে বলিয়া তুমি কোনও মতকে মনে স্থান দিও না—বহু শতাব্দী ধরিয়া লোকে কোন একটা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে বলিয়া তুমি তাহাতে বিশ্বাস করিও না—কোন গ্রন্থ, যাহাকে লোকে পবিত্র বলে তাহাতে এই কথা লেখা আছে বলিয়া কোন কিছুতে বিশ্বাস করিও না। তুমি নিজে সে বিষয়ে চিন্তা করিবে, তাহা যুক্তিযুক্ত কিনা, নিজে

ভাবিয়া তাহা নিরূপণ করিবে। মনে রাখিও যে হাজার হাজার অন্ত লোকে যদি একমত হইয়াও বিশ্বাস করে তাহার কোনই মূল্য নাই। সাধনার পথে যিনি অগ্রসর হইতে চাহেন তাঁহাকে নিজে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে হইবে—কারণ, কুসংস্কার এই জগতের একটি অতি ভীষণ শত্রু, এ এক ভীষণ শৃঙ্খল ইহার বন্ধন হইতে তোমাকে মুক্তি লাভ করিতে হইবে।

অন্য লোক সম্বন্ধে তুমি যে চিন্তা পোষণ করিবে, তাহা যেন সত্য হয়। তুমি তাহাদের বিষয়ে যাহা জাননা তাহা কখনও মনে করিও না। মনে করিও না যে তাহারা তোমার বিষয় সর্ব্বদা ভাবিতেছে। কোন লোক যদি এমন কিছু কাজ করে, যাহা তোমার বিবেচনায় তোমার পক্ষে ক্ষতিকর, অথবা যদি এমন কিছু মন্দ কথা বলে, যাহা তোমার বিবেচনায় তোমার উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে—তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে মনে করিও না যে তোমার অনিষ্ট করাই তাহার অভিপ্রায়। খুব সম্ভব যে হয়ত তোমার বিষয় সে মোটেই ভাবে নাই—কারণ প্রত্যেক মানবেরই নিজের স্বকার্য্য আছে—সকলেই

নিজের নিজের চিন্তা লইয়া বিব্রত। যদি কেহ রাগের সহিত তোমায় কিছু বলে, তাহা হইলে ভাবিও না যে, সে তোমাকে ঘৃণা করে, সে তোমার মনে কষ্ট দিতেই ইচ্ছুক। হয়ত অন্য কোন লোকের উপর অথবা অন্য কোন কারণে তাহার রাগ হইয়াছে—তোমার সহিত দৈবক্রমে তাহার সাক্ষাৎ হইল—এবং তাহার রাগটা তোমার উপরেই পতিত হইল। সে অবশ্য মূর্খের ন্যায় কার্য্য করিল—রাগ মাত্রেই মূর্খতার পরিচায়ক—কিন্তু তাই বলিয়া তুমি তাহার সম্বন্ধে অসত্য ভাব পোষণ করিও না।

যখন তুমি সাক্ষাৎভাবে সদ্‌গুরুর শিষ্যত্ব লাভ করিবে, তখন তুমি তোমার চিন্তা বিশেষের সত্যতা অতি সহজেই নিরূপণ করিতে পারিবে—গুরুদেবের চিন্তার পার্শ্বে তোমার ঐ চিন্তাকে স্থাপনা করিয়া তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবে। কারণ গুরুর সহিত শিষ্য অভিন্ন। গুরুদেবের চিন্তায় নিজের চিন্তা স্থাপনা করিয়া উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কিনা শিষ্য তাহাই দেখিবে। যদি সামঞ্জস্য না থাকে তাহা হইলে তোমার চিন্তা অসৎ, তৎক্ষণাৎ তাহা

পরিবর্ত্তিত করিবে—সদ্‌গুরুর চিন্তামাত্রেই সত্য, কারণ—তিনি যথার্থ জ্ঞানী হইয়াছেন। অবশ্য যাঁহারা এখনও সাক্ষাৎ ভাবে এই শিষ্যত্বের দীক্ষা লাভ করেন নাই তাঁহাদের পক্ষে এই প্রকারের পদ্ধতি অবলম্বন করা অসম্ভব—কিন্তু তাঁহারা কোনও কার্য্য বা কোনও চিন্তা করিবার সময় মধ্যে মধ্যে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া ভাবিতে পারেন "এই যে আমার চিন্তা বা এই যে আমার কার্য্য ইহা পরমজ্ঞানী সদ্‌গুরু কি ভাবে গ্রহণ করিবেন—আমি আজ যেরূপ অবস্থায় পড়িয়াছি ঠিক এইরূপ অবস্থায় পতিত হইলে তিনি স্বয়ং কিরূপ ভাবে চিন্তা করিতেন ও কি বলিতেন?" যাঁহারা এখনও সাক্ষাৎভাবে সদ্‌গুরুর শিষ্যত্বে দীক্ষালাভ করেন নাই, তাঁহারা এই ভাবে মধ্যে মধ্যে চিন্তা করিলে বিশেষরূপ উপকার পাইবেন। কারণ সদ্‌গুরু যাহা করিতে, বলিতে বা ভাবিতে পারেন না বলিয়া তোমার মনে হয়, তুমি কদাচ সেরূপ কথা বলিও না, সেরূপ কার্য্য করিও না, সেরূপ চিন্তাকে মনে স্থান দিও না।

সর্ব্বদা সত্য কথা বলিবে যাহা ঠিক জান,

কেবলমাত্র তাহাই বলিবে, কখনও কোন কথা বাড়াইয়া বলিও না। অন্য লোক কোনও দুরভিসন্ধির দ্বারা চালিত হইয়া কোনও কার্য্য করিয়াছে, অকারণ এমন কথা কখনও মনে করিও না। সদ্‌গুরু ব্যতীত মানুষের মনের কথা কেহই জানে না—অন্য ব্যক্তি কি ভাবিয়া কি করিতেছে অথবা কি বলিতেছে তাহা তুমি কি প্রকারে জানিবে? সে যে উদ্দেশ্যে পরিচালিত সে উদ্দেশ্য হয়ত তোমার মনে উদয় হইতেই পারে না। যদি কোন লোকের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিতে পাও, তাহা হইলে সে কথা অপর কাহারও নিকট বলিতে যাইও না। কারণ এই কথা মিথ্যা হইতে পারে, আর যদিই বা তাহা সত্য হয় তাহা হইলেও কিছু প্রকাশ না করাই দয়ালুতার লক্ষণ। কথা বলিবার পূর্ব্বে বেশ করিয়া চিন্তা করিও, নতুবা ভ্রান্তিতে পড়িবার সম্ভাবনা।

কার্য্যেও সত্যাচরণ করিও, তুমি নিজে যথার্থতঃ যাহা, তাহা ছাড়া আর কিছু বলিয়া ভাণ করিও না। সকল প্রকার ভাণই সত্যের পবিত্র আলোকের অন্তরায়। স্বচ্ছ কাচের মধ্য দিয়া যেমন সূর্য্যালোক

প্রকাশিত হয় সত্যের জ্যোতিও তেমনি করিয়া তোমার অন্তরাত্মায় দীপ্ত হউক—ভাণ করিলে সে জ্যোতি বাধা প্রাপ্ত হইবে।

স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যেও বিবেকশক্তি পরিচালনা করিও। স্বার্থপরতার নানা মূর্ত্তি আছে, তুমি যখন মনে করিতেছ যে ইহার একটি মূর্ত্তি বিনষ্ট করিয়াছ—তখন স্বার্থচিন্তা হয়ত তোমার অজ্ঞাতসারে আরও প্রবলতর মূর্ত্তিতে সমুদিত হইয়াছে, তুমি তাহা দেখিতে পাইতেছ না। এই বহুরূপী স্বার্থচিন্তার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার একটি মাত্র উপায় আছে। তুমি যদি অভ্যাস করিয়া করিয়া ক্রমে ক্রমে লোকহিতের চিন্তা দ্বারা তোমার চিত্তকে পূর্ণ করিয়া ফেলিতে পার তাহা হইলে তুমি স্বার্থ চিন্তা করিবার অবসর মাত্রও পাইবে না।

আরও এক প্রকারে বিবেকশক্তি পরিচালনা করিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক বস্তুতে সনাতন পরমেশ্বরের যেটুকু প্রকাশ তাহা ধরিবার অভ্যাস কর—মানবের অসৎ অংশ ছাড়িয়া সেই সৎ অংশ পাইতে শিক্ষা কর—ঠিক জানিও যে কোনও বস্তু বা ব্যক্তি, দৃশ্যতঃ যতই পাপময় হউক

না কেন, সেখানেও সেই ব্রহ্মসত্তা বিদ্যমান। তোমার সহিত অপর নরনারীর যে অংশে সামঞ্জস্য আছে—যে অংশ তোমাদের উভয়েরই সাধারণ সম্পত্তি সেই অংশের মধ্য দিয়া তুমি তাহার যথার্থ উপকার করিতে পার—সেই অংশই ঐশপ্রাণ বা পরমাত্মা। কেমন করিয়া অপর ব্যক্তির মধ্যে সেই পরমাত্মাকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পার তাহাই শিক্ষা কর—কেমন করিয়া তাহার সেই অংশকে উদ্বোধিত করিতে পারে তাহাই শিক্ষা কর—তাহা হইলে তুমি তোমার ভ্রাতা ভগ্নিগণকে যথার্থভাবে অসৎ পথ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে।

২

বৈরাগ্য বা নিষ্কামতা।

(সিদ্ধির পথে প্রবেশ করিতে হইলে যে চারিটি গুণের প্রয়োজন তাহার মধ্যে প্রথমটির নাম বিবেক, আর দ্বিতীয়টির নাম বৈরাগ্য বা নিষ্কামতা।) অনেকে, এই কামনা পরিত্যাগ করাটা বড়ই কঠিন বলিয়া মনে করেন, তাহার কারণ, তাঁহারা অনুভব করেন যে এই কামনার মধ্যেই তাঁহাদের স্বতন্ত্র সত্বা প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ মানুষ নিজের জন্য কামনা করে বলিয়াই সে বুঝিতে পারে যে অন্য প্রাণী হইতে তাহার একটি পৃথক নিজত্ব আছে—এই জন্য কামনা ত্যাগের কথা উঠিলেই তাঁহারা ভাবেন যে যদি তাঁহাদের নিজেদের বাসনা, রাগদ্বেষ চলিয়া গেল তাহা হইলে তাঁহাদের থাকিল কি? তাঁহাদের নিজেদের অস্তিত্বও যে হারাইয়া গেল। কিন্তু এসব কাহারা বলেন? যাঁহারা সদ্‌গুরুর দর্শন পান নাই। গুরুদেবের সুপবিত্র চরণ ছায়ায় উপস্থিত হইবামাত্র

সকল কামনা ফুরাইয়া যায়—কেবল এক কামনা থাকে তাহা আর কিছু নয়, সেই সদ্‌গুরুর ন্যায় হইবার ইচ্ছা। অবশ্য, প্রকৃত দীক্ষালাভের পূর্ব্বে সাক্ষাৎভাবে এই সদ্‌গুরুর সঙ্গ লাভ হয় না সত্য,—কিন্তু তাহা হইলেও মানুষ চেষ্টা করিলে এই নিষ্কাম ভাব লাভ করিতে পারে। বিবেকের সাহায্যে পূর্ব্বেই বুঝিতে পারা গিয়াছে যে অধিকাংশ মানব যে সমস্ত বস্তু লাভ করিতে কামনা করে, যেমন ঐশ্বর্য্য প্রতিপত্তি প্রভৃতি—এ সমুদয় প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই নহে, এ সমস্ত পরিশ্রমপূর্ব্বক অর্জ্জন করিবার মত বস্তুই নহে—এই কথাটুকু যখন যথার্থ ভাবে বুঝিতে পারা যায়, কেবল মুখের কথায় নহে, মর্ম্মে মর্ম্মে যখন ইহার সত্যতা উপলব্ধি হয়,—তখন আর সে সমুদয়ের প্রতি আদর থাকে না।

এই পর্য্যন্ত সহজ কথা; বুঝিলেই করা যায়। একদল লোক আছেন তাঁহাদের কোনও পার্থিব বিষয়ে কামনা নাই—এ সমস্তের আকাঙ্ক্ষা তাঁহারা ছাড়িয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা হয় স্বর্গের কামনা করেন, নতুবা তাঁহাদের মোক্ষাভিসন্ধি রহিয়াছে—অর্থাৎ জগতের যাহাই হউক না কেন

আমি এই জন্মজন্মান্তরের ক্লেশ হইতে উদ্ধারলাভ করি, মুক্তি লাভ করি, তাঁহাদের এইরূপ চেষ্টা আছে। দেখিও এই ভ্রান্তির মধ্যে তুমি যেন পতিত হইও না। যদি তুমি সত্যসত্যই তোমার আমিত্ব ভুলিয়া থাক, তাহা হইলে আমি কবে মুক্ত হইব, অথবা মৃত্যুর পর আমার কিরূপ স্বর্গসুখ হইবে এপ্রকারের ভাবনা তোমার মনে থাকিতেই পারে না। সর্ব্বদা মনে রাখিও যে যাবতীয় স্বার্থজড়িত বাসনাই বন্ধনের হেতু—তা সে বাসনা যতই মহৎ, যতই উচ্চ হউক না কেন—যতক্ষণ এই বাসনার হস্তে উদ্ধার লাভ না করিয়াছ, ততক্ষণ সদ্‌গুরুর কার্য্যের জন্য তুমি কিছুতেই সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারিবে না।

আমিত্বমূলক সমস্ত বাসনার অবসান হইলেও একটি বাসনা অবশিষ্ট থাকে, তাহা নিজের কৃত কর্ম্মের ফল দর্শনের বাসনা। যদি তুমি কাহারও উপকার করিয়া থাক, তাহা হইলে দেখিতে ইচ্ছা হয় কতখানি উপকার করিয়াছ—আবার হয়ত ইচ্ছা হয় যে তোমার কৃত উপকার সে অনুভব করুক, সে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুক। ইহাও

কামনা—বিশ্বাসের অভাব হইতেই উহার উৎপত্তি। তুমি যদি কাহারও উপকারের জন্য তোমার শক্তি প্রয়োগ কর, তাহার ফল ফলিবেই—তুমি তাহা দেখ বা না দেখ কিছু আসে যায় না। বিশ্বের বিধি যদি তোমার অবিদিত না থাকে তাহা হইল তুমিত জান যে কর্ম্মের ফল হইবেই হইবে। সুতরাং সাধু কার্য্যের অনুরোধেই সাধুকার্য্য করিবে—তজ্জন্য পুরস্কার পাইবে এরূপ প্রত্যাশায় নহে। কার্য্যের জন্যই তুমি কার্য্য করিবে, কি ফল হইল তাহা দেখিবার আশায় নহে—জগতের সেবার জন্য তুমি নিজেকে অর্পণ করিবে, কারণ তুমি জগৎকে ভালবাস, জগতের দ্বারে আপনাকে বিলাইয়া না দিয়া পার না।

অণিমা প্রভৃতি সিদ্ধি লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিও না। সদ্‌গুরু যখন বুঝিবেন যে এই সমস্ত অলৌকিক শক্তি তোমার এখন লাভ করা ভাল তখন তুমি আপনা হইতেই তাহা পাইবে। অসময়ে জোর করিয়া তাহা লাভ করিলে তাহার সঙ্গে অনেক উৎপাত উপস্থিত হয়। অনেক সময়েই এই সমস্ত শক্তির যিনি অধিকারী তিনি বঞ্চনাপরায়ণ দেবযোনি

সমূহ অর্থাৎ পিশাচ, কিন্নর গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রতারিত হন। অথবা এই সমস্ত শক্তি পাইলে মানুষের অহঙ্কার হয়, সে মনে করে আমি বুঝি অভ্রান্ত। মোটের মাথায়, যে বিপুল চেষ্টা ও পরিশ্রমে এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি পাওয়া যায়, সেই চেষ্টা ও পরিশ্রম লোকসেবায় নিয়োগ করাই সঙ্গত। আত্মার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্ত ঐশ্বর্য্য আসিবেই, তাহারা আসিতে বাধ্য। আবার সদ্‌গুরু যদি দেখেন যে এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য শীঘ্র শীঘ্র লাভ করা তোমার পক্ষে দরকার, তাহা হইলে তিনিই তোমাকে বলিয়া দিবেন কেমন করিয়া এই সমস্ত লাভ করিতে হইবে, কি ভাবে কোনও বিপদ হইবে না। যতদিন সদ্‌গুরু আপনা হইতে এ সমস্ত না দেন, ততদিন তোমার পক্ষে এ সমস্ত না পাওয়াই নিরাপদ।

কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনা দৈনন্দিন জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়, এগুলির প্রতিও বিশেষ সতর্কভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কখনও চমক লাগাইতে অথবা বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত হইতে বাসনা করিও না। কথা বলিবার আকাঙ্ক্ষা

রাখিও না। খুব কম কথা কওয়া ভাল; কিছুই না বলা আরও ভাল, যতক্ষণ তুমি ঠিক না জান যে যাহা তুমি বলিতে চাহিতেছ তাহা সত্য, প্রিয় ও হিতকর। কথা বলিবার পূর্ব্বে বেশ যত্নের সহিত ভাবিয়া দেখিও, যে যাহা বলিতেছ তাহা ঐ তিন গুণসম্পন্ন কি না—যদি না হয় তবে কথা বলিও না।

এখন হইতেই কথা বলিবার পূর্ব্বে সযত্নে চিন্তা করার অভ্যাস করা ভাল—কারণ প্রকৃত দীক্ষা হইলে প্রত্যেক কথা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া বলিতে হইবে, পাছে যাহা বলা সঙ্গত নয় তাহা বলিয়া ফেল। সাধারণ কথাবার্ত্তা প্রায়ই নিরর্থক ও মূর্খতার পরিচায়ক। যদি আবার এই কথা পরনিন্দা পূর্ণ হয় তাহা হইলে তাহা দুষ্টতার প্রমাণ। অতএব বলা অপেক্ষা শোনা অভ্যাস কর। বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ না হইয়া কোন বিষয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করিওনা। সাধন পথের একরূপ নির্দ্দেশ এই—বিদ্যা, সাহস, বীর্য্য ও মৌন—এই চারিটির মধ্যে মৌনী হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন।

আর একটি সাধারণ কামনা তোমাকে অতি

যত্নের সহিত পরিহার করিতে হইবে—অন্য লোকের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিও না। অপরে কি করে, কি বলে, কি কথায় বিশ্বাস করে তাহাতে তোমার কোন প্রয়োজন নাই—তুমি সকলকে স্বাধীন ভাবে নিজের নিজের পথে চলিতে দাও। সে যতক্ষণ অন্যের কোনওরূপ বিঘ্ন না ঘটায় ততক্ষণ স্বাধীন ভাবে ভাবিতে, স্বাধীন ভাবে কথা কহিতে ও কার্য্য করিতে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তুমি নিজে যাহা ভাল বলিয়া বিবেচনা কর তাহা করিতে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাও—অপরকেও তুমি সেইরূপ স্বাধীনতা দিবে—আর যখন সেই ব্যক্তি তাহার নিজের ন্যায়তঃ প্রাপ্য স্বাধীনতার অনুবর্ত্তন করে তখন তাহার সম্বন্ধে সমালোচনা করিবার তোমার কোনই অধিকার নাই।

যদি তুমি মনে কর যে সে অন্যায় করিতেছে এবং যদি তুমি সুযোগমত, গোপনে ও অতিশয় সৌজন্যের সহিত তাহাকে তোমার এরূপ মনে করিবার কারণ ধীরভাবে জানাইতে পার, তাহা হইলে তোমার যুক্তি হয়ত সে হৃদয়ঙ্গম করিবে; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এতটুকু করাও সমীচীন নহে। তুমি কখনই একজন

তৃতীয় ব্যক্তির নিকটে গিয়া এ বিষয়ে গাল গল্প করিও না—সেরূপ করা বড়ই খারাপ।

যদি দেখ যে কোন শিশু অথবা জন্তুর প্রতি নির্দ্দয়তা হইতেছে, তাহা হইলে তাহাতে হস্তক্ষেপ করাই তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য। যদি দেখ যে দেশের যাহা আইন তাহা কেহ লঙ্ঘন করিতেছে, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষকে জানানই তোমার কর্ত্তব্য। যদি শিক্ষার জন্য কোন লোক তোমার অধীন থাকে, আর যদি দেখ যে সে অন্যায় করিতেছে, তাহা হইলে শান্তভাবে তাহাকে সে কথা বলাই তোমার কর্ত্তব্য। এই সমস্ত ঘটনা ছাড়া অন্যত্র নিজের কাজ করিয়া যাও এবং মৌন অভ্যাস কর।

৩

সদাচরণ।

(ষট্ সম্পত্তি)

আচরণ সম্বন্ধে ছয়টি বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন — সদ্‌গুরু তাহা এই ভাবে উপদেশ করিয়াছেন।

১। মনঃ সংযম (শম)

২। কর্ম্ম সংযম (দম)

৩। সহিষ্ণুতা (তিতিক্ষা)

৪। সন্তোষ (উপরতি)

৫। একাগ্রতা (সমাধান)

৬। পূর্ণ বিশ্বাস (শ্রদ্ধা)

(আমি জানি ষট্ সম্পত্তির অন্য নামও প্রচলিত আছে। কিন্তু গুরুদেব আমাব উপদেশকালে যে নাম প্রয়োগ করিয়াছিলেন আমি সেই নামই ব্যবহার করিতেছি।)

১। মনঃ সংযম।

বৈরাগ্য সাধনায় দেখা গিয়াছে যে আমাদের কামদেহকে সংযত রাখিতে হইবে। যেমন কাম দেহের সংযম প্রয়োজন ঠিক সেইরূপ মনোময় কোষেরও সংযম চাই। মনোময় কোষের সংযম, ইহার অর্থ এই যে আমাদের মনোবৃত্তি সমূহকে বেশ শান্তভাবে রাখিতে হইবে, ক্রোধ ও উদ্বেগ যেন মনের মধ্যে উদিত না হয়। মনকে বেশ সংযত রাখিতে হইবে, তাহা হইলেই আমাদের চিন্তা বেশ শান্ত ও উপদ্রব শূন্য হইবে। মন শান্ত থাকিলে স্নায়ুমণ্ডলীও নিরুপদ্রব রহিবে—সুতরাং সহজে তাহারা উত্তেজিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এই শেষ কার্য্যটি অর্থাৎ মনের শান্তভাব দ্বারা স্নায়ুমণ্ডলীকে নিরুপদ্রব রাখা, বড়ই কঠিন কার্য্য, কারণ সাধন পথের অভিমুখে তুমি যতই অগ্রসর হইবে, ততই তোমার দেহের অনুভবশক্তি তীক্ষ্ণ হইতে থাকিবে। তখন সামান্য শব্দ বা সামান্য উত্তেজনাদ্বারা স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে প্রচণ্ড আন্দোলন ঘটিবে—সামান্য কিছু ঘটিবার কারণ হইলেই তাহা তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করিবে।

অতএব যতদূর সম্ভব চেষ্টা কর, যাহাতে সংযত মনের সাহায্যে স্নায়ুমণ্ডলী নিরুপদ্রব রাখা যায়।

মনের শান্তভাব হইতেই সাহসের উৎপত্তি, অতএব মন শান্ত থাকিলে সাধন পথে যে সমস্ত কষ্ট ও পরীক্ষা আছে, নির্ভয়ে তাহার সম্মুখীন হইতে পারিবে। মনের শান্তভাব হইতে স্থৈর্য্যের উৎপত্তি হইবে। মানবের জীবনে সাধারণতঃ যে সমস্ত ক্লেশ উপস্থিত হয়, এই স্থৈর্য্যের সাহায্যে সে সমুদয়কে অতীব অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইবে। অনেক লোক অকারণ দিন রাত্রি ছোট ছোট ঘটনার জন্য অবিশ্রাম মর্ম্মবেদনা পাইয়া থাকে, মনে এরূপ স্থৈর্য্য থাকিলে এই মর্ম্মবেদনা আর পাইতে হয় না।

সদ্‌গুরুর শিক্ষা এই যে বাহির হইতে মানবের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন, তাহাতে কিছু যায় আসে না। শোক, ক্লেশ, ব্যাধি, ক্ষতি এ সমস্ত কিছুই নহে, সুতরাং এই সমস্তের দ্বারা মনের শান্তভাব নষ্ট হইতে দেওয়া ঠিক নহে। এ সমস্ত কর্ম্মফল, পূর্ব্বে যে কর্ম্ম করা গিয়াছে তাহার ফলেইত এ সমস্ত ঘটিতেছে, সুতরাং অতি আনন্দের সহিত এ সমস্ত সহ্য করিতে হইবে, মনে রাখিতে হইবে,

যে সকল প্রকার অশুভই ক্ষণস্থায়ী।—সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত ও শান্ত থাকাই মানবের কর্ত্তব্য। এই শোক, ক্লেশ, ব্যাধি, ক্ষতি প্রভৃতি তোমার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল, তাহারা তোমার সাধ্যাতীত সুতরাং এই সমুদয়ে ব্যর্থ চেষ্টা নিস্ফল। তুমি এই বর্ত্তমান জীবনে যাহা করিতেছ বরং তাহারই বিষয় চিন্তা কর, বর্ত্তমান জীবনের কার্য্যের দ্বারা আগামী জন্মের সুখ দুঃখ নিয়মিত হইবে। সে জীবনকে তোমার মনের মত করিবার তোমার স্বাধীনতা আছে।

কখন নিরাশ অথবা অবসন্ন হইও না। অবসাদ বড়ই দোষের তোমাব অবসাদ অন্য লোকের জীবনেও সংক্রামিত হয় এবং তাহাদের জীবনযাত্রা কঠিনতর করে—অন্য লোকের জীবনকে কষ্টকর করিবার তোমার কোনই অধিকার নাই। সুতরাং যদি কখনও জীবনে অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বিশেষ চেষ্টা করিয়া তাহা দূরীভূত করিবে।

আর একটি বিষয়ে তোমার চিন্তাকে সংযম কর, চিন্তা যেন বহুমুখী ও বিক্ষিপ্ত হইয়া না যায়। যাহাই করনা কেন, সমস্ত চিন্তা তাহাতে কেন্দ্রীভূত করিবে, তাহা হইলেই সে কার্য্য সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে।

মন যেন অলস না থাকে, মনের পশ্চাতে সর্ব্বদা সাধুচিন্তা রাখিয়া দিবে—যেন সুযোগ পাইলেই সেই সমস্ত চিন্তা মনকে অধিকার করিতে পারে।

প্রত্যহ সাধু উদ্দেশ্যে তোমার চিন্তা-শক্তির প্রয়োগ করিবে—বিশ্বমানবের অভিব্যক্তির অনুকূলে তোমার চিন্তা যেন সহায়তা করে। প্রত্যহ এমন লোকের কথা চিন্তা করিবে যে শোকে, দুঃখে অথবা সাহায্যের অভাবে জর্জ্জরিত ও ম্রিয়মাণ হইয়া আছে—তোমার হৃদয়ের করুণ চিন্তা তাহার উপর বর্ষণ করিবে।

দম্ভ হইতে মনকে অন্তরে রাখিবে, কারণ অজ্ঞান হইতেই দম্ভের উৎপত্তি। যাহার জ্ঞান নাই সে মনে করে যে সে খুব বড়—সে এই এই সব বড় বড় কার্য্য করিয়াছে। যিনি জ্ঞানী তিনি জানেন কেবল মাত্র পরমেশ্বরই মহৎ—জগতের যাহা কিছু সৎকার্য্য তাহা সেই পরমেশ্বরেরই কার্য্য।

২। কার্য্য সংযম বা দম।

যদি তোমার চিন্তার যথার্থ সংযম হইয়া থাকে, যেরূপ চিন্তা করা উচিত, যদি ঠিক সেইরূপই পারিয়া

থাক, তাহা হইলে কার্য্যে আত্মসংযত হইতে তোমাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। মনে রাখিও যে মানব জাতির কল্যাণ করিতে হইলে, সাধু চিন্তাকে সাধু কার্য্যে পরিণত করা চাই। দীর্ঘসূত্রতা একেবারে ছাড়িতে হইবে,—সাধু কার্য্যে অবিশ্রাম উদ্যম চাই। কিন্তু তোমার যাহা নিজের কর্ত্তব্য, তাহারই অনুষ্ঠান করিবে, অন্য কাহারও নহে। তবে যদি সে ব্যক্তির অনুমতিক্রমে তাঁহার সাহায্যের জন্য কিছু কর, তবে সে স্বতন্ত্র কথা। প্রত্যেক লোকে নিজের কাজ নিজের রকমে করুন তুমি তাহাতে বাধা দিও না। যেখানে তোমার সাহায্যের দরকার সেখানে সাহায্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিও—কিন্তু কাহারও কার্য্যে গায়ে পড়িয়া হস্তক্ষেপ করিও না।* নিজের কার্য্যে অবহিত হওয়া—পরের বিষয়ে উদাসীন থাকা—এ শিক্ষা অনেকের পক্ষে বড় কঠিন শিক্ষা। কিন্তু তোমাকে এই ভাবেই চলিতে হইবে।

তুমি উন্নততর কার্য্যের ভার লইতেছ বলিয়া, তোমার জীবনের যে সমস্ত সাধারণ কর্ত্তব্য সে সমস্ত ভুলিওনা, কারণ সে সমস্ত কর্ত্তব্য যথাযথ পালন

না করিলে অন্য কার্য্যে অধিকার জন্মায় না। নূতন পার্থিব কর্ত্তব্যের ভার লইওনা। তবে যে সমস্ত কর্ত্তব্যের ভার পূর্ব্ব হইতেই গ্রহণ করিয়াছ সে সমস্ত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে সম্পাদন করিবে অর্থাৎ তুমি স্বয়ং যে সমস্ত বিষয়কে অবশ্যপালনীয় বলিয়া পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিয়াছ, সেই সমস্ত কর্ত্তব্যই পালন করিবে, অপর লোকে যে সমস্ত তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে সে সমস্ত নহে। যদি তুমি সদ্‌গুরুর প্রকৃত শিষ্য হইতে চাও, তাহা হইলে এই কর্ত্তব্যগুলিও সাধারণ লোক অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর রূপে পালন করিবে, কারণ এই সব পার্থিব কর্ত্তব্যও তুমি সেই সদ্‌গুরুর উদ্দেশ্যে সাধন করিবে।

৩। মত-সহিষ্ণুতা।

সকলের প্রতিই পূর্ণাঙ্গ মত-সহিষ্ণুতাব ভাব পোষণ করিবে। তোমার নিজের ধর্ম্মমতগুলির প্রতি যেমন, অপর ধর্ম্মাবলম্বীর বিশ্বাস ও মত গুলির প্রতিও তদ্রূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা আবশ্যক। কারণ যেমন তোমার নিজের ধর্ম্ম সেই পরমপুরুষের নিকটে

যাইবার একটি পথ; সেইরূপ অন্যান্য ধর্ম্মও ঠিক সেই খানে যাইবারই ভিন্ন ভিন্ন পথমাত্র। যদি সকলের উপকার করিতে চাও তাহা হইলে সকল মত ও বিশ্বাস তোমাকে বুঝিতে হইবে।

কিন্তু এই প্রকার পূর্ণাঙ্গ মত-সহিষ্ণুতালাভ করিতে হইলে তোমাকে সর্ব্বপ্রথম সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। তোমাকে বুঝিতে হইবে যে কোন অনুষ্ঠানই অত্যাবশ্যক নহে। নহিলে যাহারা সেই অনুষ্ঠান না করে তাহাদের অপেক্ষা তুমি নিজেকে পবিত্রতর বলিয়া অভিমান করিবে। তথাপি যাহারা ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান লইয়া রহিয়াছে, কদাচ তাহাদিগের নিন্দা করিও না। তাহারা যেরূপ চায় করুক; কেবলমাত্র —তুমি সত্যজ্ঞানের অধিকারী, তোমার কার্য্যে তাহারা যেন হস্তক্ষেপ না করে—তুমি যে সমস্ত অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ ছাড়াইয়া উঠিয়াছ, তোমাকে জোরপূর্ব্বক সেই সমস্ত করাইতে না চায়। প্রত্যেক জিনিসের প্রতিই তিতিক্ষা করিও, প্রত্যেক জিনিসের প্রতিই সদয় ব্যবহার করিও।

এখন তোমার জ্ঞানচক্ষু খুলিয়াছে, এখন হয়ত

তোমার মনে হইবে যে, তোমার আগেকার অনেক বিশ্বাস, আগেকার অনেক অনুষ্ঠান, একবারে পণ্ড —হয়ত এরূপই বটে। তথাপি যদিও তুমি নিজে এসকল করিতে পার না, তথাপি এ সমস্তের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান করিও, কারণ এমন অনেক সরলচিত্ত সাধু ব্যক্তি আছেন যাঁহাদের নিকট এই সমস্ত এখনও দরকার। এই সমস্ত বিশ্বাস, এ সমস্ত অনুষ্ঠান মূল্যহীন নহে, তাহাদেরও স্থান আছে, উপযোগীতা আছে। বাল্যকালে হাতের লেখা ঠিক করিবার জন্য যেমন কলকাটা কাগজ ব্যবহার করিতে, তাহার পর লেখা ঠিক হইলে যেমন আর সেরূপ কাগজ দরকার হয় না, এগুলিও তেমনি। তোমার এমন একদিন ছিল যেদিন এই গুলিতে তোমার দরকার ছিল—এখন অবশ্য সেদিন চলিয়া গিয়াছে।

একবার একজন মহাজ্ঞানী লিখিয়াছিলেন—"যখন আমি শিশু ছিলাম তখন শিশুর মতই কথা কহিতাম, শিশুর মতই বুঝিতাম, শিশুর মতই ভাবিতাম। কিন্তু যখন বড় হইলাম তখন শৈশবের সে সমস্ত ছাড়িলাম।" কিন্তু তাই বলিয়া বয়স হইলে যিনি বাল্যভাব ভুলিয়া যান ও বালকদিগের

প্রতি সহানুভূতি পোষণ না করেন, তিনি বালকদের কখনই শিক্ষা দিতে ও উপকার করিতে পারেন না। অতএব সকলের প্রতিই দয়ার সহিত, শিষ্টতার সহিত, উদারতার সহিত দৃষ্টিপাত কর—বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন, ইহুদি, খৃষ্টান, মুসলমান সকলের প্রতিই সমান ব্যবহার কর।

৪। সন্তোষ।

তোমার কর্ম্মভোগ যাহাই হউক না কেন আনন্দের সহিত তাহা বহন কর। যখন দুঃখ আসিবে তখন তাহাকে সম্মান বলিয়া বিবেচনা করিও, ভাবিও যে কর্ম্মদেবগণ তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। কর্ম্মফল যতই কঠোর হউক, ধন্যবাদ দাও যে ইহা আরও কঠোর হয় নাই। মনে রাখিও যে ফলভোগের দ্বারা তোমার সঞ্চিত দুষ্কৃতিসমূহ যতদিন শেষ না হইবে, ততদিন তুমি স্বাধীন হইবে না এবং ততদিন তুমি সদ্‌গুরুর কার্য্যের উপযুক্ত হইবে না। যেদিন তুমি সদ্‌গুরুর চরণে আপনাকে নিবেদন করিয়া দিয়াছ, সেই দিনই তুমি প্রার্থনা করিয়াছ যে তোমার অভুক্ত কর্ম্মের

ফলভোগ শীঘ্র শীঘ্র হইয়া যাউক—তদনুসারে তোমার যে কর্ম্মফল শেষ হইতে হয়ত শত শত জন্ম কাটিয়া যাইত, এখন এক দুই জীবনে তাহা শেষ হইয়া যাইবে। ইহার দ্বারা যদি যথার্থভাবে উপকৃত হইতে চাও, তাহা হইলে সন্তুষ্টচিত্তে ইহা সহ্য কর।

আর এক কথা। সর্ব্ববিধ মমত্ব ছাড়িতে হইবে—কোনও কিছু আমার এরূপ মনে করিও না। তুমি যে সমস্ত পদার্থকে খুব ভালবাস, কর্ম্ম তোমার নিকট হইতে তাহা কাড়িয়া লইয়া যাইবে—তুমি যাহাদের নিজের প্রাণ হইতেও অধিক ভালবাস, কর্ম্মফলে তাহারাও চলিয়া যাইবে। সে অবস্থাতেও সন্তুষ্টচিত্তে থাকিবে—তোমার যাহা কিছু আছে, তাহা যে কোন মুহূর্ত্তে ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। অনেক সময় সদ্‌গুরুর পক্ষে তাঁহার নিজের শক্তি তাঁহার শিষ্যের মধ্য দিয়া অন্যত্র প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়, শিষ্য যদি অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আর তিনি তাহা করিতে পারেন না। সুতরাং সন্তুষ্টচিত্ততা একটি অবশ্য পালনীয় বিধি বলিয়া গ্রহণ করিবে।

৫। একাগ্রতা।

সদ্‌গুরুর কার্য্যসাধন করাই তোমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইবে। আর যে কিছু কর্ত্তব্য তোমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হউক না কেন, এ লক্ষ্য কখন বিস্মৃত হইও না। আর অন্য কিই বা তোমার নিকট আসিবে? কারণ যাবতীয় হিতকর ও পরার্থমূলক কার্য্যই ত সেই সদ্‌গুরুর কার্য্য—সেই সদ্‌গুরুর জন্যই তুমি সে সমস্ত করিবে। যখন যে কাজটি করিবে, তখন তাহাতেই তোমার সমগ্র প্রাণ মন নিয়োগ করিবে, যেন ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে যে জ্ঞানী গুরুর কথা বলা হইয়াছে তিনিই লিখিয়াছেন 'যাহাই কর না কেন, সমস্ত হৃদয়ের সহিত তাহা করিও, মানুষের জন্য করিতেছ এরূপ ভাবিয়া করিও না, সেই পরমেশ্বরের কার্য্য করিতেছ এইরূপ ভাবিয়া করিও।" এখনি তোমার, গুরুদেব আসিবেন, তোমার কার্য্য দেখিবেন, এরূপ অবস্থায় যেভাবে কায কর, সেইভাবে সমস্ত কার্য্য করিবে।

পূর্ব্বে জ্ঞানীগুরুর যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে,

যাঁহারা জ্ঞানবৃদ্ধ, তাঁহারাই ইহার সম্পূর্ণ ভাব উপলব্ধি করেন। এই প্রকারের আর একটি কথা আছে, সে কথাটি আরও প্রাচীন—"তোমার হস্ত যাহা কিছু করিবার উপযুক্ত সমগ্র শক্তির সহিত তাহাই করিও।"

একাগ্রতার আর এক অর্থ এই যে, তুমি যে পথ আশ্রয় করিয়াছ মুহূর্ত্তের জন্যও কিছুতেই সে পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। কোন প্রলোভন, কোন পার্থিব সুখ, এমন কি পার্থিব স্নেহ ও প্রেমও তোমাকে বিপথগামী না করে। কারণ, এই পথের সহিত তোমাকে একাত্মা হইতে হইবে। ইহা এমনভাবে তোমার স্বভাবের সহিত জড়িত হইবে যে তুমি স্বভাবতঃ ইহার অনুসরণ করিবে—কিছুতেই ইহা হইতে ভ্রষ্ট হইব না। তুমি জ্ঞানস্বরূপ আত্মা, তুমি ইহা করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছ, যদি এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর তাহা হইলে আত্মঘাতী হইবে।

৬। বিশ্বাস।

সদ্‌গুরুকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিও—নিজেকেও বিশ্বাস করিও। যদি সদ্‌গুরুকে দেখিয়া থাক

তাহা হইলে অগণিত জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়াও তাঁহাকে আত্যন্তিক বিশ্বাস করিবে। যদি এখনও তাঁহাকে না দেখিয়া থাক, তাহা হইলেও মনে মনে তাঁহাকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিবে, তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে, যদি ইহা না কর তাহা হইলে তিনি তোমাকে সাহায্য করিতে পারিবেন না। পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস ব্যতীত, প্রেম ও শক্তির পূর্ণাঙ্গ প্রবাহ তোমার অভিমুখে আসিতে পারিবে না।

নিজেকেও বিশ্বাস করিবে। তুমি কি বল যে তুমি নিজেকে বেশ ভাল করিয়াই জান? যদি এইরূপ মনে কর তাহা হইলে তুমি নিজেকে জান না—তাহা হইলে তুমি কেবল তোমার বাহিরের আবরণটাকে জান, যাহা অনেকবারই কর্দ্দমে পতিত হইয়াছে। কিন্তু তুমি? প্রকৃত তুমি! সে যে ব্রহ্মাগ্নির স্ফুলিঙ্গ—সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর যে তোমার মধ্যে রহিয়াছেন। এইজন্য জগতে এমন কোন কার্য্য নাই, ইচ্ছা করিলে তুমি যাহা করিতে না পার। 'মানুষে কখন যাহা করিয়াছে, সকল মানুষেই তাহা করিতে পারে, আমি একজন মানুষ, শুধু তাহাই নহে আমি মানবাকার ব্রহ্ম—

নরনাবায়ণ—আমি ইহা করিতে পাবি এবং নিশ্চয়ই আমি ইহা কবিব' এইরূপ ভাবে ক'র্য্য কব। যদি সাধনাব পথে অগ্রসর হইতে চাও তাহা হইলে তোমার ইচ্ছাশক্তিকে বজ্রেব ন্যায় দৃঢ় করিতে হইবে।

৪

প্রেম।

সাধনার পথ আশ্রয় করিতে হইলে যে সমস্ত সদ্‌গুণের প্রয়োজন তন্মধ্যে প্রেমই প্রধান। প্রেম যদি খুব প্রবল হয়, তাহা হইলে মানুষ অন্যান্য গুণগুলি লাভ করিবেই করিবে, কিন্তু অন্যান্য গুণগুলি অর্জ্জিত হইয়াও যদি প্রেমের সঞ্চার না হয় তাহা হইলে যথেষ্ট হইল না। প্রেম কি? জন্মমৃত্যুর আবর্ত্তন চক্র হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া পরমেশ্বরের সহিত একাত্মতা লাভ করিবার যে ঐকান্তিকী আকাঙ্ক্ষা, অনেকে বলেন তাহাই প্রেম। কিন্তু এইভাবে প্রেমের বর্ণনা করিলে প্রেম স্বার্থসাধন বলিয়া মনে হয়—বস্তুতঃ ইহা প্রেমের সংজ্ঞা নহে, আংশিক বর্ণনা মাত্র। প্রেম কামনা নহে, ইহাকে ইচ্ছা, অধ্যবসায় বা প্রতিজ্ঞা বলা যাইতে পারে। প্রেমের যাহা ফল তাহা যদি যথার্থ ভাবে প্রাপ্ত

হইতে হয় তাহা হইলে তোমার সমগ্র প্রকৃতি, এই প্রতিজ্ঞাদ্বারা আপ্লুত করিয়া ফেলিতে হইবে, অন্যরূপ প্রবৃত্তির উদয়ের জন্য হৃদয়ে ও মনে আর স্থান থাকিবে না। প্রেম পরমেশ্বরের সহিত একাত্মতা লাভ করিবার ইচ্ছা বটে, কিন্তু সে ইচ্ছা সংসারের সন্তাপ ও ক্লান্তির হাত হইতে নিজের অব্যাহতি লাভের জন্য নহে। ইহার কারণ পরমেশ্বরের প্রতি তোমার গভীর প্রেমের উদয় হওয়াতে তুমি তাঁহার সহকারী রূপে তাঁহার ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছা নিমজ্জন করিতে চাও। পরমেশ্বর প্রেম স্বরূপ, তাঁহার সহিত একাত্মতা লাভ করিতে হইলে তোমাকেও পূর্ণাঙ্গ নিষ্কামতা ও প্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে হইবে।

দৈনন্দিন জীবনে এই প্রেমের কার্য্য এইরূপ হয়, প্রথমতঃ সাধক অতি যত্নে দেখিবেন যেন তাঁহার কার্য্যের দ্বারা কোনও জীবের কোনরূপ অনিষ্ট না হয়—দ্বিতীয়তঃ সর্ব্বদা সমুৎসুক ভাবে দেখিবেন কি প্রকারে অপরের উপকার করিতে পারেন।

প্রথম কথা, কাহারও অনিষ্ট না করা—জগতে তিনটি পাপ হইতে যত অধিক ক্ষতি হয় এমন আর কিছুতেই নহে। সে তিনটি এই, পরনিন্দা, নির্দ্দয়তা

ও কুসংস্কার। এই তিনটিই প্রেমের বিরোধী। যিনি ঈশ্বরপ্রেমের দ্বারা নিজের হৃদয় পূর্ণ করিতে চান, তাঁহাকে অতিন্দ্রিত ভাবে এই তিনটি পাপের বিরুদ্ধে সজাগ থাকিতে হইবে।

পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা হইতে কিরূপ কুফল ঘটে ভাবিয়া দেখ। প্রথমতঃ অসাধু চিন্তা হইতে পরনিন্দার উৎপত্তি—এরূপ চিন্তাই পাপ। দেখ, প্রত্যেক জিনিসে, প্রত্যেক ব্যক্তিতে, কিছু না কিছু ভাল আছেই আছে—অবার প্রত্যেক জিনিসে প্রত্যেক ব্যক্তিতে কিছু না কিছু খারাপও আছে। ইহার মধ্যে যেটি ভাবিবে সেইটিই প্রবল হইবে—এই ভাবে আমরা আমাদের চিন্তার দ্বারা বিশ্বজনীন অভিব্যক্তির সহায়তাও করিতে পারি প্রতিবন্ধকতাও করিতে পারি—পরমেশ্বরের যাহা ইচ্ছা আমরা তাহার প্রতিকুলাচরণও করিতে পারি আনুকূল্যও করিতে পারি। যদি অপরের মধ্যে যেটুকু মন্দ সেই টুকুই তুমি চিন্তা কর, তাহা হইলে তুমি একই সময়ে তিনটি অন্যায় কার্য্য করিতেছ।

প্রথমতঃ তুমি তোমার চতুষ্পার্শ্বে সাধু চিন্তা বিকীর্ণ না করিয়া অসাধু চিন্তায় তাহা পরিপূর্ণ

করিতেছ। তোমার এই কার্য্যের ফলে জগতের দুঃখ বাড়িয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ তুমি যে মন্দ চিন্তা করিতেছ, তোমার উদ্দিষ্ট লোকের মধ্যে সে মন্দ যদি সত্য সত্যই থাকে, তাহা হইলে তুমি সেই মন্দ বা দোষকে প্রবল করিতেছ, তাহার ভোজ্য জোগাইতেছ। ফলে তুমি তোমার ভ্রাতাকে ভাল না করিয়া আরও মন্দ করিয়া ফেলিতেছ। কিন্তু সাধারণতঃ দেখিবে অপরের মধ্যে তুমি যে দোষ দেখিতেছ, সে দোষ তাহাতে নাই—তুমি কেবল ভুল কল্পনা করিয়াছ—ইহাতে এই ফল হয় যে তোমার অসাধু চিন্তা তোমার ভ্রাতাকে অপকর্ম্ম সাধন করিতে উত্তেজিত করে—কারণ সে ব্যক্তি এখনও অপাপবিদ্ধ হয় নাই তুমি তাহাকে সর্ব্বদা যে প্রকারের লোক বলিয়া চিন্তা করিবে, সে ব্যক্তি সেইরূপই হইয়া পড়িবে।

তৃতীয়তঃ তুমি সৎ চিন্তা দ্বারা নিজের মন পূর্ণ না করিয়া অসৎচিন্তার দ্বারা তাহা পূর্ণ করিতেছ—এই প্রকারে তুমি তোমার নিজের উন্নতিরও বাধা উৎপাদন করিতেছ। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা বেশ দেখিতে পান যে এইরূপ অসৎ চিন্তার প্রশ্রয় দিয়া

তুমি নিজেকেও ক্রমে ক্রমে বেশ সুন্দর ও মনোহর না করিয়া ক্রমশঃ কুৎসিত ও পীড়াদায়ক করিয়া তুলিতেছ।

নিজের ও উদ্দিষ্ট ব্যক্তির এই সমস্ত অনিষ্ট সাধনদ্বারা তুষ্ট না হইয়া পরচর্চ্চা প্রাণপণে অপর লোককে এই পাপের পাপী করিতে চেষ্টা করে। সে আগ্রহের সহিত তাহার কুকথা অপরকে বলে, চেষ্টা করে অন্য লোকেও ইহাতে বিশ্বাস করুক—তাহার পর সকলে মিলিয়া একযোগে সেই উদ্দিষ্ট হতভাগ্য ব্যক্তির প্রতি অসাধু চিন্তা বর্ষণ করিতে থাকে। দিনের পর দিন এইরূপ চলিতে থাকে, একজন লোকের দ্বারা নহে, দুজনের দ্বারা নহে, হাজার হাজার লোকের দ্বারা। এখন বুঝিতে পারিতেছ এই পাপ কত নীচ, কত ভয়াবহ? ইহা একেবারে পরিহার করিও। কাহারও সম্বন্ধে গ্লানি করিও না, অন্য লোকে বলিলে তাহাতে কখনও কাণ দিওনা—তাহাকে ভদ্রভাবে বলিও—"হয়ত ইহা সত্য নহে; আর যদিই বা সত্য হয়, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে আলোচনা না করাই করুণার কার্য্য।"

এইবার নিষ্ঠুরতার কথা বলি। নিষ্ঠুরাচরণ দ্বিবিধ—এক ইচ্ছা-প্রবৃত্ত, আর অনিচ্ছা-প্রবৃত্ত।

ইচ্ছাকৃত নির্দ্দয়তা জানিয়া শুনিয়া অকারণে অপর প্রাণীকে ক্লেশ দেওয়া—এমন মহাপাপ আর নাই, ইহা একেবারে দানবের কাজ, মানবের কাজ মোটেই নহে। হয়ত বলিবে যে এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ মানুষে করে না। কিন্তু মানুষ চিরকালই ইহা করিয়া আসিয়াছে এখনও প্রত্যহই ইহা করিতেছে। যাহারা বিরুদ্ধ মতাবলম্বীগণকে শাস্তি দিবার জন্য বিচারাসনে বসিয়াছিল তাহারা ইহা করিয়াছে, অনেক ধর্ম্মধ্বজী ধর্ম্মের নামে ইহা করিয়াছে। জীবন্ত জীবদেহ ব্যবচ্ছেদকারীগণ ইহা প্রত্যহ করিতেছে।

অনেক শিক্ষক ইহা প্রত্যহ করিয়া থাকে—তাহাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান জগতে চারিদিকেই এই ইচ্ছাকৃত নির্দ্দয়তা। এই সমস্ত লোককে এই পাশবিক নির্দ্দয়তার কথা বলিলে তাহারা বলে যে ইহাই রীতি—চিরকালই এইরূপ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু অনেক লোকে অনেক দিন ধরিয়া, একটা কোন পাপ কার্য্য করিয়া আসিতেছে বলিয়া তাহা যে পাপ নহে এরূপ নয়।

'কর্ম্ম' রীতির মুখাপেক্ষী নহে—আর এই নির্দ্দয়তার কর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ। ভারতবর্ষে এ প্রকারের নির্দ্দয় রীতি একেবারে অমার্জ্জনীয়। কারণ অহিংসা যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ইহা ভারতবর্ষে সকলেই অবগত আছে। যাহারা ইচ্ছা করিয়া ভগবানের জীবকে হত্যা করে আর বলে যে ইহার নাম শিকার—নৃশংসকারীর কর্ম্মফল তাহাদিগকেও ভুগিতে হইবে।

আমি জানি, তুমি এরূপ কর্ম্ম কখনও করিবে না। আর ঈশ্বরপ্রেমের অনুরোধে যখনই সুবিধা পাইবে তখনই এই প্রকারের কার্য্যের প্রতিবাদ করিবে। কিন্তু কার্য্যে যেমন নির্দ্দয়াচরণ আছে, বাক্যেও তেমনি নির্দ্দয়াচরণ আছে। কাহারও মনে কষ্ট দিবার অভিপ্রায়ে কেহ যদি কোন কথা বলে তাহা হইলে তাহারও ঐই পাপ হয়। পীড়াদায়ক কথাও তুমি কখন কাহাকেও বলিবে না। অনেক সময়ে অসতর্ক ভাবে এমন একটি কথা মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়ে যে তাহাতেও ইচ্ছাপ্রযুক্ত রূঢ় বাক্যের সমান ক্ষতি হয় সুতরাং অসতর্ক অনিচ্ছাকৃত নিষ্ঠুরাচরণের প্রতিও সজাগ থাকিবে।

চিন্তাহীনতা বা উদাসীনতা হইতেই সাধারণতঃ

এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এক একজন লোক নিজের লোভ ও অর্থচিন্তায় এত বিব্রত থাকে যে সে অপর লোককে যাহা দেওয়া উচিত তদপেক্ষা কম দিয়া অথবা ইচ্ছা করিয়া স্ত্রী পরিবারকে অর্দ্ধাশনে রাখিয়া তাহাদের কষ্ট দিতেছে—সে জন্য কোনরূপ চিন্তাই করে না। কোন কোন লোক নিজের লালসাই বোঝে, তাহার নিজের লালসার তৃপ্তির জন্য কত লোকের যে আধ্যাত্মিক ও দৈহিক সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহা সে গ্রাহ্যই করে না। নিজের দুএক পলের কষ্ট লাঘব করিবার জন্য কেহ কেহ ঠিক দিনে মজুরকে মজুরি দেয় না—সে জন্য মজুরদের যে কত কষ্ট, কত অসুবিধা হয় তাহা সে মনেই করে না। এ সমস্ত উদাসীনতার ফল; আমার একটি কার্য্যের দ্বারা অন্য কাহার কি হইবে তাহা চিন্তা না করাই ইহার হেতু। কিন্তু কর্ম্ম, কিছু ভুলিবার পাত্র নহেন—আমরা যে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, হিসাব লইবার সময় কর্ম্ম তাহা দেখিবেন না। যদি সাধনার পথে প্রবেশ করিতে চাও—তাহা হইলে তুমি যাহা কিছু করিতেছ তাহার প্রত্যেকটির কি ফলাফল বেশ করিয়া ভাবিবে, নতুবা অনিচ্ছাকৃত পাপে পাপী হইবে।

কুসংস্কার আর একটি ভয়াবহ পাপ—ইহার ফলে অনেক সুভীষণ নিষ্ঠুরতা হইয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তি কুসংস্কারের দাস সে জ্ঞানী লোককেও ঘৃণা করে, অমান্য করে—শুধু তাহাই নহে যাহারা তাহার পক্ষে জ্ঞানবৃদ্ধ তাহাদিগকেও স্বমতাবলম্বী করিতে চেষ্টা করে। যজ্ঞে পশুবধ করিতে হইবে এই এক কুসংস্কার, মাংস মানুষের খাদ্য এই আর এক কুসংস্কার—এই কুসংস্কারদ্বয়ের দ্বারা জগতে কি ভয়ানক পশুহত্যা হইয়াছে ও হইতেছে! কুসংস্কারের বশবর্ত্তীতায় এই পুণ্যভূমি ভারতে নিম্নশ্রেণীর কি দুর্দ্দশাই না হইয়াছে! এই হইতেই বুঝিতে পারিবে যে যাঁহারা মানবজাতির ভ্রাতৃত্বের উপলব্ধি কর্ত্তব্য বলিয়াও বোঝেন তাঁহাদের মধ্যের কুসংস্কার কেমন হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা উৎপাদন করিতে পারে। এই কুসংস্কাররূপ দানবের প্ররোচনায় মানুষ প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বরের নামেও বিবিধ অগণ্য পাপ সাধন করিয়াছে। অতএব খুব সতর্ক হও, দেখিও যেন তোমার মধ্যে একবিন্দুও কুসংস্কার না থাকে।

এই তিনটি মহাপাপ অতি যত্নে পরিহার করিবে—এই তিনটি যাবতীয় উন্নতির অন্তরায়—

কারণ তাহারা প্রেমের বিরোধী। এই প্রকারে কেবল অসৎ ও অন্যায় আচরণ হইতে নিবৃত্ত থাকিলেই চলিবে না—সৎকার্য্য সাধনে বিশেষভাবে উদ্‌যুক্ত হইতে হইবে। বিশ্বের সেবার আকাঙ্ক্ষা অন্তর মধ্যে এত প্রবলভাবে জাগ্রত রাখিতে হইবে যে সব সময় দেখিবে তোমার চারিপাশে কখন কাহার কি উপকার করিতে পার, কেবল মানুষের উপকার নহে, পশু ও উদ্ভিদের পর্য্যন্ত উপকার করিবে। প্রত্যহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যের মধ্যে এই সেবার আকাঙ্ক্ষা কার্য্যে পরিণত করিবে, তাহা হইলে অভ্যাস হইয়া যাইবে এবং যখন বড় কার্য্য উপস্থিত হইবে তখন তাহা সাধন করিবার সুযোগ হারাইবে না। কারণ, তুমি যে ঈশ্বরের সহিত একাত্মতা লাভ করিতে চাও, তোমার সেই আগ্রহ তোমার নিজের জন্য নহে, তোমার নিজের শান্তি ও ব্রহ্মানন্দ লাভ হইবে এজন্য নহে। তুমি পরমেশ্বরের সহিত একাত্মতা চাও, তাহার কারণ এই যে তুমি একটি প্রণালী হইতে চাও—তোমার মধ্য দিয়া পরমেশ্বরের প্রেম বিশ্বমানবের মধ্যে নামিয়া আসুক ইহাই তোমার আকাঙ্ক্ষা।

যিনি সাধনার পথ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি নিজের জন্য জীবনধারণ করেন না—তিনি নিজেকে ভুলিয়া গিয়াছেন, অন্যের সেবার জন্যই তিনি নিজেকে ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি যেন পরমেশ্বরের হস্তের একটি লেখনী তাঁহার দ্বারা পরমেশ্বরের চিন্তা জগতে প্রকাশিত হইতেছে—জগতে মূর্ত্তি গ্রহণ করিতেছে—লেখনী ছাড়া ইহা হইবার উপায় ছিল না। ইহা ছাড়া তিনি আবার স্বয়ং জীবন্ত অগ্নিশিখাবৎ—পরমেশ্বরের প্রেম আপন হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া জগতে তাহা বিস্ফুরিত করিতেছেন।

যে জ্ঞানের সাহায্যে তুমি জগতের সেবা করিতে পারিবে, যে ইচ্ছাশক্তি এই জ্ঞানের পরিচারিকা, যে প্রেম এই ইচ্ছাশক্তির উদ্দীপক—তাহাই তোমার সাধনা। ইচ্ছা জ্ঞান ও প্রেম পরমেশ্বরের এই তিনটি ভাব, তুমি তাঁহার সেবক হইতে চাও তোমাকেও বিশ্বে এই তিনটি ভাব দেখাইতে হইবে।

সদ্‌গুরুর আজ্ঞাবাণী অপেক্ষা করিয়া
গুহাহিত আলোকের দর্শন আশায়
লইতে তাঁহার আজ্ঞা মস্তক পাতিয়া
জীবন সংগ্রাম মাঝে ছুটিয়াছি হায়।

পাইতে সামান্য মাত্র ঈঙ্গিত তাঁহার
জনতার পুরোদেশে হই প্রধাবিত
পৃথিবীর কর্ণভেদি ঝঙ্কার মাঝার
ওই তাঁর আবাহন হয় মুখরিত।